ইংল্যান্ড প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে প্রেস্টন নর্থ এন্ডের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করল অ্যাস্টন ভিলা।

মাঠে - ময়দানে

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করল ভ্যালেন্সিয়া ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

বিসিসিআই থেকে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করছে পাকিস্তান বোর্ড

মুম্বই, ৩ অক্টোবর: দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সদর দফতরে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তিন দিনের শুনানি শুরু হয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি ও চিফ অপারেটিং অফিসার সুবহান আহমেদের বক্তব্য শুনেছে প্যানেল। ২০১৪ সালে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার জন্য পিসিবি'র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছিল বিসিসিআই। সেই অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের ছয়টি সিরিজ খেলার কথা ছিল।

কিন্তু ওই সিরিজগুলো আয়োজিত না হওয়ায় বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৪ সালে চুক্তি নয়, মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই এটি মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর সরকারের অনুমোদন ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলা সম্ভব নয়। বিসিসিআইয়ের পাঁচজন সদস্য প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি শশাঙ্ক মনোহর, প্রাক্তন সিইও সুন্দর রামন, প্রাক্তন বোর্ড সচিব সঞ্জয় প্যাটেল, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (ক্রিকেট) প্রফেসর রত্নাকর শেঠি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী (উত্তর প্রদেশ সরকার) সালমান খুরশিদের থেকে বক্তব্য জানতে চাওয়া হবে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দুটি টি-২০ ও তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য পাকিস্তান ভারত সফরে এসেছিল। সেটাই তাদের মাঝে শেষ দ্বিপাক্ষিক সফর। আইসিসি'র চিফ এক্সিকিউটিভ ডেভিড রিচার্ডসন গত সপ্তাহে ভারত ও পাকিস্তানকে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করেছিলেন। আইসিসি'র ফিউচার ট্যুর প্রোগাম চূড়ান্ত হওয়ার সময় শশাঙ্ক মনোহর বিসিসিআই সভাপতি ছিলেন। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই মউ বাস্তবায়িত করা আদৌ সম্ভব কি না, সেই বিষয়টি ভারত সরকারের নির্দেশে খতিয়ে দেখেছিলেন প্রফেসর শেট্টি। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারতের ক্রিকেট বোর্ড থেকে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে।

বড় চমক মোহনবাগানের নির্বাচনে, নাম প্রত্যাহার অঞ্জন মিত্র'র

স্টাফ রিপোর্টার: মোহনবাগান নির্বাচনের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে বড় চমক। নির্বাচন থেকে নাম তুলে নিলেন অঞ্জন মিত্র। সচিব পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আচমকাই বুধবার নাম প্রত্যাহার করেন। ফলে কার্যত টুটু বোস শিবিরের জন্য একপেশে হয়ে গেল ভোটের লড়াই। আগামী ২৮ অক্টোবর মোহনবাগানের নির্বাচন। জোরকদমে চালাচ্ছে টুটু বোসের গোষ্ঠী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার চালাচ্ছেন টুটু বোস, সৃঞ্জয় বোস, দেবাশিস দত্তরা। এমনকী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারোটোকে নিজেদের প্রচারে শামিল করে একের পর এক চমকও দিয়েছেন তারা। এমন অবস্থায় উল্টোদিকের শিবিরের ছবিটা ছিল অনেকটা ম্যাড়ম্যাড়ে। ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছিল অঞ্জন মিত্রের শিবির। শেষমেশ মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন সচিব পদ থেকে নাম তুলে নিলেন অঞ্জন মিত্র। তিনি একা নন, তাঁর গোষ্ঠীর শৈলেন ঘোষ, শুভাশিস পাল সহ বেশ কয়েকজনই নাম প্রত্যাহার করে নেন বলে খবর। এদিন বিকেল ৫টার মধ্যে নাম তুলে নেওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। তার মধ্যেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি। অঞ্জন মিত্রের এরকম সিদ্ধান্তে সবাই হতবাক। অঞ্জন মিত্র ভেবেছিলেন শেষ মুহূর্তেও দুই শিবিরের মিলিত প্যানেল গঠিত হতে পারে। কিন্তু শেষমেশ তা হয়ে ওঠেনি। আবার ময়দানে গুঞ্জন, টুটু বোস শিবিরের প্রচার, জনপ্রিয়তা দেখে নিজেদের ভবিতব্য একপ্রকার বুঝেই গিয়েছিলেন অঞ্জন। সেই কারণেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। তবে এমন মুহূর্তে ভাঙলেও মচকাচ্ছেন না অঞ্জন মিত্র। শোনা যাচ্ছে, তিনি জানিয়েছেন, টুটু বোস তাঁর অত্যন্ত কাছে বন্ধু। আর নির্বাচনে মুখোমুখি লড়াইয়ে বন্ধুত্বের ফাটল আরও প্রকট হবে। সেই কারণেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। অঞ্জন মিত্রের এমন সিদ্ধান্তে টুটু বোস গোষ্ঠীর জয়ের পথ যে আরও প্রশস্ত হয়ে গেল, তা বলাইবাহুল্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দীনেশ চান্ডিমাল ও ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান।

বিরাট-হোল্ডারের লড়াইয়ে শেষ হাসি কার!

রাজকোট, ৩ অক্টোবর : সপ্তমবারের মতো এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাংওভার কাটতে না কাটতেই তড়িঘড়ি আরও একটি পূর্ণাঙ্গ সফরের সামনে ভারতীয় দল। বিপক্ষে উইন্ডিজ ক্রিকেট দল। আজ সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (রাজকোট) প্রথম টেস্টে বিরাটবাহিনী নামছে জেসন হোল্ডারের উইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। এবারের দু'দলের ডুয়েলটা যতটা না ঐতিহ্যের তার চেয়ে বেশি ভারতীয় দলের প্রস্তুতির। কারণটা খুবই স্বাভাবিক, এই সিরিজটা শেষ হতে না হতেই ভারতীয় দলকে পাড়ি দিতে হবে ডাউন আন্ডারে তথা ক্যাঙারুর দেশ অস্ট্রেলিয়ায়। স্বাভাবিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার পিচ যেহেতু পেস-বাউন্সি সহায়ক হয়, সেহেতু উন্ডিজের বিরুদ্ধেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছে। এশিয়া কাপে খানিক বিরতির পর ফের ভারতীয় দলের জার্সিতে ফিরতে চলেছেন ক্যাপ্টেন হট বিরাট কোহলি এবং গোটা দলেই একাধিক নতুন মুখ ওপেনিং কম্বিনেশনেও বদল হতে চলেছে।

কে এল রাহুলের সঙ্গে পৃথ্বী শাহই (দলের ২৯৩ তম টেস্ট প্লেয়ার) যে ওপেন করবে তা ইতিমধ্যেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাতে সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে। মিডল অর্ডারে যথাক্রমে চেতেশ্বর পূজারা, চারে বিরাট কোহলি, পাঁচে বিরাটের ডেপুটি অজিঙ্ক রাহানে, লোয়ার ডাউন অর্ডারে রবি অশ্বিন, জাডেজা, টেলএন্ডারে কুলদীপ যাদব, সামি ও উমেশ। ভারতীয় দল তিন স্পিনারে খেলছে। এর থেকে বোঝাই যায় ভারতীয় শিবির সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে ঘূর্ণি উইকেটের দাবি রেখেছে। ভারতীয় দলের স্ট্র্যাটেজি টস জেতো, বোর্ডে রানের পাহাড় তোলো এবং ঘূর্ণি উইকেটে বিপক্ষের সামনে জাদেজা, অশ্বিন, কুলদীপকে লেলিয়ে দাও। যদিও নিজেদের স্ট্র্যাটেজিতে নিজেদেরই খেসারত দিতে হতে পারে কারণ উইন্ডিজ দলের হাতেও ভালোমানের স্পিনার রয়েছে। লেগি দেবেন্দ্র বিশু, (উপমহাদেশের মাটিতে বিশুর পারফরম্যান্সও যথেষ্ট সমীহ করার মতো) অফস্পিনার রসচন চেস (যাঁর আবার ভারতের বিপক্ষেই ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে, এবং লেফ্ট আর্ম স্পিনার জোমেল ওয়ারিকান। ইদানিংকালে স্পিনের বিপক্ষে ভারতের পারফরম্যান্স খুব একটা সুখকর নয়। ইংল্যান্ড সিরিজেই দেখা গেছে রশিদ-মঈন জুটি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। তাই উইন্ডিজ স্পিনাররা যে ভারতের ব্যাটসম্যানদের সহজে ছেড়ে দেবেনা সেটা বলা যায়। এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে ২২ গজে নেমে ভাল পারফরম্যান্স করতে মরিয়া ক্যারিবিয়ানরা। তবে দলের পক্ষে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে অভিজ্ঞ পেসার কেমার রোচের না থাকাটা। পারিবারিক কারণে প্রথম টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন রোচ। তবে সেসব না ভেবে দলের দুই তরুণ পেসার কিমো পল এবং শারমান লুইসের ওপর আস্থা রাখছেন তিনি। ব্যাটিং বিভাগে ক্রেগ ব্র্যাথওয়েট, কিরন পাওয়েল, সাই হোপ, শিরমন হেটমেয়ার, অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের ওপর ভরসা রাখছেন তিনি। এখন দেখার বিষয় ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টে ভারত দাপট দেখায়, না কি সব হিসাব উল্টে দিয়ে দিয়ে উইন্ডিজ টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে যেতে পারে কি না।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে জয়ের খোঁজে এটিকে

অনিকেত মিত্র

প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের পর আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে এটিকে। কেরালার বিরুদ্ধে শুধু হার নয়, তেমন ভাল ফুটবলও উপহার দিতে পারেনি এটিকে।

স্বাভাবিকভাবে ফ্যানেরা বেশ বিমর্ষ। কীভাবে ফিরবে দল সেটা নিয়ে চিন্তিত সমর্থকেরা। আইএসএলের পঞ্চম সংস্করণ শুরু হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এটিকেকে শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে একটি ধরা হচ্ছিল। এমনও মনে করা হচ্ছিল যে, আগের মরশুমে খারাপ পারফরম্যান্স দেওয়ার পর লিগের শুরুতে ফিরে লিগে গতি নির্ধারণ করবে এটিকে। নতুন চেহারায় এটিকে একচেটিয়া অভাবের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করা যায়, এটি একটি ইঙ্গিত যে খেলোয়াড়রা নতুন কোচের অনুশীলন অধীনের নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহারে সমস্যায় পড়ছে।

কোপেলের কথা অনুযায়ী, ছয় সপ্তাহ আগে আমরা প্রিসিজন ক্যাম্প শুরু করেছিলাম। আর জানিয়ে রাখি আমাদের দলে বেশ কিছু চোট সমস্যা রয়েছে। সেইসব সরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ফিরব। আর আমরা সেই চেষ্টাতেই মগ্ন। যাতে ব্যক্তিগত নয়, দলগতভাবে ফিরতে পারি। ও আরেকটা কথা সবে তো টুর্নামেন্ট শুরু, আর আইএসএলের মত টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকতা কিন্তু খুব দরকার। বলা ভাল সেটাই সব থেকে জরুরী। কোপেলের কথা শুনে তাঁর ইঙ্গিত বোঝা যায়। আগের মরশুমগুলোতে কোপেলের দল কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পারফরম্যান্স করেছিল। এটিকে নিয়ে ফ্যানদের প্রচুর আশা। আর বৃহস্পতিবারের যুবভারতী ভরাতেও তারা তৈরি। কোপেল গতবার জামশেদপুর এফসি ও পরে কেরালা ব্লাস্টার্সে ছিলেন। তাঁর কোচিংয়ে দলগুলি প্রথম তিনটে ম্যাচের পর প্রথম জয় পেয়েছিল। তাই তিনি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটিকে নিয়ে এখনই উদ্বিগ্ন হবেন না। তাছাড়া খুবই গরম আবহাওয়া এবং যখন খেলোয়াড়রা বল নিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের প্রচেষ্টার বেশি শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। আমি আশা করছি, নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আমরা ভাল খেলব। আমরা কেবল বল নিয়ন্ত্রণ করছি না আমাদের আক্রমণের দিকটাও নজরে রাখছি। উল্টোদিকে ঘরের মাঠে না হারলেও ড্র দিয়েই আইএসএল শুরু করেছে পাহাড়ি দল। পরের ম্যাচই অ্যাওয়ে।

এছাড়া প্রথম ম্যাচে তাদের রক্ষণ নড়বড়ে দেখিয়েছে। সঙ্গে গোলরক্ষক রাহেনেসেও। সব নিয়ে কি চিন্তায় সাতোরি? মুশকিল হল ম্যাচের পর আমরা চারদিন বিশ্রাম পেয়েছি এবং আর একটা সমস্যা হল আর্দ্রতা। সেই কারণে নিজেদের তরতাজা করতে একটু সময় প্রয়োজন। আর মাঠে কিন্তু জিততেই নামবে ছেলেরা। এমনটাই জানিয়েছেন ময়দানের একসময়কার ল্যাপটপ কোচ। এটিকের জন্যে জয়ে ফেরা খুবই দরকার। কারণ ঘরের মাঠে পয়েন্ট হারালে পরবর্তী সময় তা দলের জন্যে বিপদ আনতে পারে। তাই নর্থইস্ট ফরোয়ার্ড ওগবেচেকে নজরে রাখতে হবে জন জনসনকে। এই দু'জনের লড়াই যুবভারতীতে বাড়তি আকর্ষণ দেবে। কিন্তু ম্যাচ জিততে প্রয়োজন গোল। কেরালা ম্যাচে সেই খাতা খোলেনি। বৃহস্পতিবারের যুবভারতী কি গোলের হাত ধরে আলো ফেরাবে এটিকের ঘরে? তা কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা।

পাইলট হওয়ার স্বপ্নে ক্রিকেটকে বিদায় কার্টারের

সেন্ট্রাল, ৩ অক্টোবর : **বয়স মাত্র ২১। কিন্তু এই বয়সেই ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তিনি। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে হংকংয়ের হয়ে খেলেছিলেন ক্রিকেটার ক্রিস্টোফার কার্টার। কিন্তু টুর্নামেন্ট শেষ হতেই ক্রিকেট থেকে অবসর নিসেন তিনি। এর পিছনে কারণ অবশ্যই রয়েছে। ক্রিকেট নয়, এবার পাইলট হওয়ার লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে চান কার্টার। ২০১৫ সালে হংকংয়ের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর মাত্র তিন বছর যেতে না যেতেই ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন কার্টার। দেশের হয়ে মাত্র ১১টি একদিনের ম্যাচ এবং ১০টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।** কার্টারের মতে হংকংয়ে ক্রিকেটারদের ভবিষ্যত খুব একটা উজ্জ্বল নয়। ক্রিকেট খেলে সেই দেশে টাকাও সেইভাবে উপার্জন করা যায় না। পাইলট হওয়ার ট্রেনিং নিতে কার্টার হংকং ছেড়ে চলে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে। সেখানে ৫৫ সপ্তাহ ধরে তাঁর ট্রেনিং চলবে। হংকং এয়ারলাইন্সে সেকেন্ড অফিসার হতে চাইছেন তিনি। কার্টার বলেছেন, "আমি এর মধ্যেই পড়াশোনাকে বন্ধ রেখে খেলেছি।

তবে এখন মনে হচ্ছে, যা হতে চেয়েছি সবসময়, সেই পাইলট হওয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময় হয়েছে।" সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপে হংকংয়ের হয়ে মূলপর্বে খেলেছেন তিনি। তবে গ্রুপের দুই ম্যাচেই পাকিস্তান ও ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর সাদামাটা পারফরম্যান্স ছিল। দুই দলের বিরুদ্ধে মোট ৫ রান করেন তিনি। সার্বিকভাবে একদিনের ক্রিকেটে তাঁর সংগ্রহ ১১৪ রান, সর্বোচ্চ ৪৩। আর টি-২০ ফরম্যাটে তিনি করেছেন ৫৫ রান, সর্বোচ্চ ১৭। সব মিলিয়ে খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স নয়। সেই কারণেই হয়তো স্বপ্নসফলের লক্ষ্যে অন্য উড়ান ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিএসকেএ মস্কোর কাছে হারের হতাশা রিয়ালের

মস্কো, ৩ অক্টোবর : রাশিয়ার লুঝনিকি স্টেডিয়াম হয়তো স্পেনের খেলোয়াড়দের কাছে 'ভূতের বাড়ির' মতো। ভাল খেলে কিন্তু জিততে পারে না। বিশ্বকাপে রাশিয়ার লুঝনিকি স্টেডিয়াম কারভাহাল, ন্যাচো, অ্যাসেনসিওদের হতাশ করেছে। রাশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের কথা মনে আছে? স্পেন রেকর্ড সংখ্যক পাস করেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। বরং টাইব্রেকারে হারতে হয় তাদের।

এবার আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে গিয়ে লুঝনিকি স্টেডিয়ামে হেরে ঘরে ফিরতে হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। রুশ ক্লাব সিএসকেএ মস্কোর কাছে ১-০ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম ম্যাচে রোমাকে ৩-০ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এই হার খানিকটা অপ্রত্যাশিতই। রাশিয়া বিশ্বকাপে স্পেনের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হন বর্তমান রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হুলেন লোপেতেগুই। অনেকেই হতাশ হয়ে বলেছিলেন লোপেতেগুই স্পেনের কোচ থাকলে বিশ্বকাপে স্পেনের এই দুর্দশা হত না। কিন্তু রুশ ফুটবল প্রমাণ করে দিয়েছে লোপেতেগুইয়ের কৌশল ধরে ফেলেছে তারা। বিশ্বকাপে কোচ না থাকলেও স্পেন তাঁর ধাঁচেই খেলেছে। রিয়ালও তাঁর ধরণেই খেলেছে। তবে তাতে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই টনি ক্রুসের দুর্বল ব্যাকপাসের খেসারত দিতে হল রিয়ালকে। গোলরক্ষক কেইলর নাভাসকে পরাজিত করে সিএসকেএ মস্কোকে লিড এনে দেন ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার নিকোলা ভ্লাসিক। এই হারের ফলে অবশ্য রোনাল্ডোহীন রিয়াল মাদ্রিদের দুর্বলতা অনেকটাই ধরা পড়েছে। দারুণ এক মরশুম শুরু করেন রিয়াল কোচ লোপেতেগুই। কিন্তু শেষ তিন ম্যাচে জয় পায়নি তাঁর দল। লিগে সেভিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলে বড় ব্যবধানে হার। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে গোলশূন্য সমতা। এরপর মস্কোর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও জয়ের খরা কাটাতে পারেনি তারা। মাঠ ছাড়তে হয়েছে হেরে। রিয়ালের হয়ে অবশ্য এদিন মাঠে নামেননি চোটে থাকা গ্যারেথ বেল। ছিলেন না র‍্যামোস, ইস্কো, মার্সেলো। তারপরও অবশ্য খারাপ দল বলা চলেনা রিয়াল মাদ্রিদকে। করিম বেনজেমা, মার্কো অ্যাসেনসিও, লুকা মডরিচ, টনি ক্রুস, মারিয়ানো ডিয়াজরা তো ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের একাদশে। গোলের মুখে অবশ্য লস ব্ল্যাঙ্কোসরা বেশ কিছু আক্রমণ করেছে। গোল হজম করে তড়িঘড়ি ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টা করে তারা। ডিয়াজ মাঠে নেমে আক্রমণের ধার বাড়িয়েছেন। কিন্তু রোনাল্ডো গোলের মুখে যতটা ভয়ঙ্কর নতুন নাম্বার সেভেন তো আর ততটা না। তাছাড়া এই ম্যাচে রিয়ালের তাদের একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত হতে থাকে মস্কোর রক্ষণ এবং গোলরক্ষক ইগর আকিনফিভের হাতে। এরই মধ্যে পোস্টে লেগে ফিরে আসে ক্যাশেমিরোর দূরপাল্লার শট। প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলা শুরু করে রিয়াল। কিন্তু প্রথমার্ধের চিত্রের কোনো বদল হয়নি। ফের রিয়াল মাদ্রিদের একের পর আক্রমণ ধাক্কা খেতে থাকে বিপক্ষের রক্ষণে। আরও একবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সিএসকেএ মস্কোর গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অ্যাসেনসিওর শট দুরন্ত দক্ষতায় সেভ করেন তিনি। এরপর মদ্রিচকে নামানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। একাধিক সুযোগ নষ্ট, মারিয়ানোর দুরন্ত হেড পোস্টে লেগে ফেরায় লস ব্ল্যাঙ্কোসদের ম্যাচে ফেরার সমস্ত আশা শেষ হয়ে যায়। ফলে অ্যাওয়ে ম্যাচে হারের স্বাদ নিয়েই ফিরতে হয় তাদের। এদিকে ভিক্টোরিয়া প্লাজনের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করার পর অসাধারণ এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল সিএসকেএ মস্কো। যদিও এই ম্যাচে ইনজুরি টাইমে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সিএসকেএ মস্কোর গোলরক্ষক ইগর আকিনফিভ। সোমবার রাশিয়ার জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা করা আকিনফিভ ম্যাচের ৯৬ মিনিটে ভেবেছিলেন বক্সের মধ্যে রাফালে ভারানে হয়তো তাঁর সতীর্থকে ধাক্কা মেরেছেন। রেফারিকে প্রভাবিত করতে গিয়ে এবার নিজেই লাল কার্ড দেখলেন। সিএসকেএ মস্কোর বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ আগামী ম্যাচগুলিতে কেমন পারফরম্যান্স করতে পারে সেটাই এখন দেখার।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা